

# ALL PUBLISHED OP-ED OF Md. Shariful Islam, Project Coordinator, DAM, WRITTEN BASED ON DSA Removal:

1. Newspaper: Daily Bangladesh Today  
Published Date: 06 February, 2021  
Writer: Md. Shariful Islam, Project Coordinator, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania Mission



## Necessity to declare Restaurants and Public Transport 100pc Smoke-Free Areas

MD SHARIFUL ISLAM

I have no idea whether Rabindranath Tagore used to smoke or not! However, I still do not understand why he said in his song 'Ami Jene Sune Bish Koreni Pan' (in English 'I got poisoned knowingly'). Because we all know, smoking is like taking poison. And those who smoke take this poison knowingly. Many of us have been taking this poison day after day. On the other hand, you and I are all unknowingly taking this poison on a regular basis. Outside, on the streets, in the markets, we are constantly exposed to secondhand smoke. The number of people in the country who do not smoke but are indirectly victims of smoking is about 40 million. This information was obtained from a survey called Global Adult Tobacco Survey (GATS) Bangladesh 2017. It is sad but true that this number of indirect smokers is much higher than the number of direct smokers. Even when using public transport, more than 20 million people suffer from the effects of secondhand smoke. On the other hand, 8 million people are victims of secondhand smoke in their own workplaces. According to another source, smoking and tobacco-related diseases cause premature death of about 161,000 people in the country every year (Tobacco Atlas 2020).

Needless to say, smoking is deadly to health. Even then, when we go out, we see images of smoking everywhere. This means that there is not enough awareness among the people about this. With a view to controlling tobacco and smoking, the Government of Bangladesh has enacted the 'Smoking and Tobacco Products Uses (Control) (Amendment) Act, 2013' and regulations in 2015. The law states that no person can smoke in a public place. The

law also states that anyone who smokes in a public place will be punished. Although the law says so, we do not see much in the way of strict control of smoking. If the law was strictly enforced, we would not have to see the image of smoking like this everywhere.

Smoking is prohibited in public places and public transport in accordance with laws and regulations. In other words, these areas have been declared as smoke-free areas. On the other hand, there is a provision to have 'designated smoking

areas' in these non-smoking areas. Which means, though these public places are said to be smoke-free, these are not 100% smoke-free legally. On the other hand, the issue is inconsistent with the concept of a 'smoke-free zone'. It is also a weak point of the law. Because no matter how much smoking is controlled, the people around become victims of secondhand smoke in one way or another. It is widely recognized through decades of research that allowing 'designated smoking areas (DSAs)' not provide smoke-free areas for other members of the public or workers in the same building. Smoke particles

inevitably enter common areas irrespective of the ventilation or restrictions on access.

Another thing to note is that even though there is a provision to have a 'designated smoking area' in the workplace or public place, its proper implementation is not very noticeable. What we see especially in hotels or restaurants, 'designated smoking area' is not that much effective. In the name of smoking zone, there is a lot of smoking in the open space.

**Another thing to note is that even though there is a provision to have a 'designated smoking area' in the workplace or public place, its proper implementation is not very noticeable. What we see especially in hotels or restaurants, 'designated smoking area' is not that much effective. In the name of smoking zone, there is a lot of smoking in the open space.**

On the other hand, even though there is a designated place for smoking in trains, launches or public transport with multiple compartments, it is not considered as such. There is no such thing in non-mechanical public transport. When this is the overall picture, the 'smoke-free area' is just a matter of jokes.

For all these reasons, non-smokers are not immune to the negative effects of smoking. They suffer from the effects of secondhand smoke. Studies have shown that the effects of secondhand smoke increase the risk of heart disease in non-smokers by up to 75%. We are constantly exposed to secondhand smoke in

restaurants and on public transport. Because all kinds of people have free movement in public places like public transport and restaurants. In this context, special mention should be made of children and pregnant women. Because of the effects of secondhand smoke, children are exposed to serious health risks and pregnant women suffer from a variety of health problems, including the birth of a handicapped child.

We need to get rid of this horrible situation of secondhand smoke in public places like public transport and restaurants. Otherwise, public health will face serious threats. The crisis caused by the harm of smoking will not be good for the economy and the environment as well. Strict enforcement of the law is equally important as awareness at all levels is needed to get rid of the deadly effects of smoking. Not only if the law is strictly enforced. We also have to take into account the weak points of the law. Necessary steps have to be taken to amend the law to cut the weakness. One of the weak points of the law is the provision of 'designated smoking areas' in the non-smoking areas.

In this situation, it is time to declare all public places, including public transport and restaurants, as 100% smoke-free areas. Therefore, in order to make public transport and restaurants smoke-free, it would not be appropriate to have any kind of 'designated smoking area' in these places. The law should be amended to remove designated smoking areas in public transport and restaurants.

**The Writer is Project Coordinator, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania Mission**

2. Newspaper: Daily Alokito Bangladesh  
Published Date: 25 February, 2021  
Writer: Md. Shariful Islam, Project Coordinator, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania Mission

# প্রাকৃতিক বাংলাদেশ

স্বল্পসংখ্যক ২৫ বেকরয়ারি ২০২১

০১৯৯ ৯৬৯৬ ৬৬৬৬ | ৯৯ ১১ ৯৯৯৯ ১৯৯ | ১১ ৯৯৯৯ ১৯৯৯ | ১১ ৯৯৯৯ ১৯৯৯

## রেস্তোরী ও গণপরিবহনে ‘নির্দিষ্ট ধূমপান এলাকা’ বন্ধে আইন সংশোধন জরুরি

মো. শরিফুল ইসলাম

প্রকল্প সমন্বয়কারী, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প  
ঢাকা আস্থানিয়া মিশন

রবি ঠাকুর ধূমপান করতেন কি-না সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই। তবে তার গানে ‘আমি জেনে তনে বিয় করেছি পান’- এ কথাটি তিনি কেন বলেছেন, তা আজও আমার বোধগম্য হয়নি। কেননা, আমরা সবাই জানি ধূমপানে বিষপান। আর জেনেতনে এ বিয় তরাই গ্রহণ করেন, যারা ধূমপান করেন। আমাদের অনেকেই এ বিয়, দিনের পর দিন পান করে চলেছি। অন্যদিকে, আপনি-আমি সবাই নিয়মিতই ধূমপানের মতো বিষপান করছি নিজের অজান্তেই। বাইরে রাস্তাঘাটে, হাটবাজারে প্রতিদিনই আমরা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছি। ধূমপান করেন না অথচ পরোক্ষভাবে ধূমপানের শিকার হন, দেশে এমন মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। এসব তথ্য পাওয়া গেছে গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে বা গ্যাটস ২০১৭ নামে একটি সার্ভে থেকে। সুগভজনক হলেও সত্যি যে, পরোক্ষ ধূমপানের এ সংখ্যাটা প্রত্যেক ধূমপায়ী সংখ্যা থেকে অনেক বেশি। গণপরিবহন ব্যবহার করতে গিয়েও ২ কোটির বেশি মানুষকে পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতির শিকার হতে হয়। অন্যদিকে ৮০ লাখ মানুষ তার নিজ কর্মক্ষেত্রে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন। অন্য একটি সূরমতে, ধূমপান ও তামাক ব্যবহারজনিত রোগে দেশে প্রতি বছর প্রায় ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটে (টোব্যাকো অ্যাটলাস ২০২০)।

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য যে মারাত্মক ক্ষতিকর, সেটা আর বলায় অপেক্ষা রাখে না। তারপরেও বাইরে বেরলে আমরা যত্নের ধূমপানের চিত্র দেখতে পাই। তার মানে, এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সচেতনতা এখনও তৈরি হয়নি। তামাক ও ধূমপান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৩’ এবং ২০১৫ সালে এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। আইনে বলা আছে, পাবলিক প্রেসে কোনো ব্যক্তি ধূমপান করতে পারবেন না। আইনে আরও বলা আছে, পাবলিক প্রেসে কেউ ধূমপান করলে তিনি দণ্ডিত হবেন। আইন ও বিধিতে এমনটি বলা হলেও ধূমপান নিয়ন্ত্রণে কঠোর তৎপরতা আমরা খুব একটা দেখতে পাই না। কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ হলে যত্নের এলাকা ধূমপানের চিত্র আমাদের দেখতে হতো না।

আইন ও বিধি মোড়াবেক পাবলিক প্রেস ও গণপরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ এসব এলাকাকে ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে, ধূমপানমুক্ত এসব এলাকায় ‘নির্দিষ্ট ধূমপান এলাকা বা স্মোকিং জোন’ রাখার প্রবিধানও চালু আছে। যার অর্থ দাঁড়ায়, ‘ধূমপানমুক্ত’ বলা হলেও এসব পাবলিক প্রেস আইনগতভাবে শতভাগ ধূমপানমুক্ত নয়। অন্যদিকে, বিষয়টি ‘ধূমপানমুক্ত এলাকা’ ধারণার সঙ্গেও বেমানান বা সাংঘর্ষিক। এটি আইনের একটি দুর্বল দিকও বটে।

কেননা, যত নিয়ন্ত্রিতভাবেই ধূমপান হোক না কেন, আশপাশের মানুষ কোনো না কোনোভাবে পরোক্ষ ধূমপানের শিকারে পরিণত হন। বহু দশকের গবেষণায় এটি দেখা গেছে, ‘নির্দিষ্ট ধূমপান এলাকা বা স্মোকিং জোন’ রাখা হলেই যে ধূমপানমুক্ত এলাকার অন্যদের জন্য সেটা ঐয়্যাবিহীন আদর্শ অঞ্চল হয়ে যাবে, সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না।

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, কর্মক্ষেত্র বা পাবলিক প্রেসে ‘নির্দিষ্ট ধূমপান এলাকা বা স্মোকিং জোন’ রাখার প্রবিধান চালু থাকলেও এর সূত্র ও উপযুক্ত বাস্তবায়ন খুব একটা চোখে পড়ে না। ‘নির্দিষ্ট ধূমপান এলাকা বা স্মোকিং জোন’-এর নামে আমরা যা দেখি তা অনেকটা নামকাওয়াসে। বিশেষ করে হোটেল বা রেস্তোরীর স্মোকিং জোনের নামে অনেকটা ওপেন স্পেসে চুটিয়ে ধূমপান চলে। আবার ট্রেন, লঞ্চ বা একাধিক কামরা বিশিষ্ট গণপরিবহনে ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান রাখা হলেও তা সেভাবে মানা হয় না। অর্থাৎ পাবলিক পরিবহনে তো এসবের কোনো বালাই-ই নেই। সেখানে এপেনে ধূমপান চলে। এ যখন সার্বিক চিত্র, ‘ধূমপানমুক্ত এলাকা’ সেখানে বাতুলতা মাত্র।

এসব নানা কারণে ধূমপানের নেতিবাচক প্রভাব থেকে অধূমপায়ীরাও রক্ষা পান না। তারা পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতির শিকার হন। গবেষণায় প্রকাশ, পরোক্ষ ধূমপানের প্রভাবে অধূমপায়ীদের হৃদরোগের ঝুঁকি ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। রেস্তোরী ও গণপরিবহনে আমরা প্রতিদিনই পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছি। কেননা, গণপরিবহন ও রেস্তোরীর মতো পাবলিক প্রেসে সব ধরনের মানুষের রয়েছে অবাধ বিচরণ। এ প্রসঙ্গে শিশু ও গর্ভবতী নারীদের কথা না বললেই নয়। কারণ পরোক্ষ ধূমপানের প্রভাবে শিশুরা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে পড়ছে এবং গর্ভবতী নারীরা বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মানসহ নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন।

গণপরিবহন ও রেস্তোরীর মতো পাবলিক প্রেসে পরোক্ষ ধূমপানের এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে আমাদের পরিরক্ষণ পেতে হবে। তা না হলে জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখোমুখি হবে। ধূমপানের ক্ষতির ফলে সূত্র সঙ্কট, অর্থনীতি ও পরিবেশের জন্যও সুখকর হবে না। ধূমপানের মারাত্মক ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পেতে হলে সর্বস্তরে সচেতনতা যেমন প্রয়োজন, আইনের কঠোর বাস্তবায়নও সমানভাবে জরুরি। শুধু আইনের কঠোর বাস্তবায়ন হলেই হবে না। আইনের দুর্বল দিকগুলোকেও আমাদের আমলে নিতে হবে। দুর্বলতা কাটাতে আইন সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ধূমপানমুক্ত এলাকায় ‘নির্দিষ্ট ধূমপান এলাকা’র বিধান এ আইনের একটি অন্যতম দুর্বল দিক।

এ অবস্থায় গণপরিবহন ও রেস্তোরীসহ সব পাবলিক প্রেসকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা করাটা এখন সম্ভবের দাবি। তাই গণপরিবহন ও রেস্তোরীকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত করতে হলে, এসব স্থানে কোনো ধরনের ‘নির্দিষ্ট ধূমপান এলাকা বা স্মোকিং জোন’ রাখা সমীচীন হবে না। আইনের সংশোধন করে গণপরিবহন ও রেস্তোরীসহ সব ধূমপানমুক্ত এলাকায় স্মোকিং জোনের এই সুবিধা রুখতে হবে।